আকাইদ ও ফিক্‌হ

ইবতেদায়ি তৃতীয় শ্রেণি

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে
ইবতেদায়ি তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

اَلْعَقَائِدُ وَالْفِقْهُ

আকাইদ ও ফিক্‌হ

ইবতেদায়ি তৃতীয় শ্রেণি

২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

অধ্যক্ষ হাফেজ কাজী মোঃ আব্দুল আলীম
ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম আল-মারুফ
আ. ন. ম. মাহবুবুর রহমান
মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ	:	সেপ্টেম্বর ২০১৩
পরিমার্জিত সংস্করণ	:	সেপ্টেম্বর ২০১৭
পরিমার্জিত সংস্করণ	:	অক্টোবর ২০২৪
পরিমার্জিত সংস্করণ	:	সেপ্টেম্বর ২০২৫

ডিজাইন
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

প্রসঙ্গকথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ, তাকওয়াসম্পন্ন, সৎ এবং সুশিক্ষিত জনশক্তি প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশিত পন্থায় ইসলামের বিশুদ্ধ আকিদা অনুযায়ী জীবন গঠনের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী নাগরিক তৈরি করা এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা মাদ্রাসা শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়েছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স ও ধারণক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের ইসলামি মূল্যবোধ, দেশপ্রেম ও মানবতাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি নৈতিক, বিজ্ঞানমনস্ক, সৎ ও দক্ষ জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআন, সুন্নাহ ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োগ ঘটিয়ে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রম ২০১২-এর আলোকে ইবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের ইসলামি ও আরবি বিষয়ের সকল পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীদের বয়স, প্রবণতা, শ্রেণি ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশ সাধনের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিশুদ্ধ ইমানের জন্য সহিহ্ আকিদা ও নির্ভুল আমল অতীব প্রয়োজন। এ বিষয়টিকে সামনে রেখে কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফের দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে আকাইদ ও ফিকহ পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে পাঠ্যবইটিতে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

একুশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয় এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থান-২০২৪ এর চেতনাকে সামনে রেখে বিভিন্ন পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ আলেম, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, শ্রেণিশিক্ষক এবং শিক্ষক প্রশিক্ষকগণের মাধ্যমে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটি অধিকতর উন্নত করা হয়েছে, যার প্রতিফলন বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে। তা সত্ত্বেও কোনো ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

পুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। আশা করি, পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের পাঠকে আনন্দময় করবে এবং তাদের প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করে তুলবে।

সেপ্টেম্বর, ২০২৫

প্রফেসর মিঞা মোঃ নূরুল হক

চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

সূচিপত্র

অধ্যায়	পাঠ	বিষয়	পৃষ্ঠা
		আকাইদ	
প্রথম		আকাইদ, তাওহিদ, ইমান ও আল-আসমাউল হুসনা	
	পাঠ-১	আকাইদ	১
	পাঠ-২	তাওহিদ	২
		কালিমা তায়্যিবাহ	২
		শাহাদাহ	৩
	পাঠ-৩	ইমান	৪
		আরকানুল ইমান	৪
	পাঠ-৪	আল-আসমাউল হুসনা	৫
দ্বিতীয়		নবি-রাসুল, আসমানি কিতাব, ফেরেশতা, আখিরাত ও তাকদির	
	পাঠ-১	নবি ও রসুল	৮
	পাঠ-২	আসমানি কিতাব	৯
	পাঠ-৩	ফেরেশতা	১০
	পাঠ-৪	আখিরাত	১১
	পাঠ-৫	তাকদির	১১
		ফিক্‌হ	
তৃতীয়		তাহারাত	
	পাঠ-১	তাহারাত ও অজু	১৩
	পাঠ-২	গোসল	১৫
	পাঠ-৩	তায়াম্মুম	১৬
চতুর্থ		সালাত	
	পাঠ-১	সালাত আদায়ের উপকারিতা ও সালাত আদায় না করার পরিণাম	১৮
	পাঠ-২	সালাত সংক্রান্ত আয়াত ও হাদিস	১৯
	পাঠ-৩	সালাতের সময়	২১
	পাঠ-৪	সালাতের ফরজসমূহ	২২
	পাঠ-৫	তাশাহহুদ	২৩
		দরুদ	২৩
		দোআ মাছুরা	২৪
		সালাত পরবর্তী তাসবিহ	২৪
পঞ্চম		আখলাক	
	পাঠ-১	আখলাকে হাসানাহ	২৬
	পাঠ-২	সততা ও নিষ্ঠা	২৭
	পাঠ-৩	বড়দের প্রতি সম্মান	২৮
	পাঠ-৪	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা	২৯
	পাঠ-৫	দেশপ্রেম	২৯
ষষ্ঠ		দোআ	
	পাঠ-১	মাসনুন দোআর পরিচয়	৩১
	পাঠ-২	কয়েকটি মাসনুন দোআ	৩১
		শিক্ষক নির্দেশিকা	৩৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আকাইদ

প্রথম অধ্যায়

আকাইদ, তাওহিদ, ইমান ও আল-আসমাউল হুসনা

পাঠ-১

আকাইদ (اَلْعَقَائِدُ)

আকাইদ এর পরিচয়

আকাইদ (عَقَائِد) শব্দটি বহুবচন। একবচন আকিদাহ (عَقِيْدَة)। আকিদাহ শব্দের অর্থ দৃঢ় বিশ্বাস।

ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ মনেপ্রাণে সত্য বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করাকে আকাইদ বলে।

আকাইদ এর গুরুত্ব

আকিদা বা বিশ্বাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আকিদা ঠিক না হলে কোনো ইবাদত আল্লাহ তাআলার নিকট কবুল হয় না। তাই আকিদার বিষয়গুলো জানা সকল মুসলমানের জন্য ফরজ।

পাঠ-২

তাওহিদ (اَلتَّوْحِيْدُ)

তাওহিদ অর্থ একত্ববাদ। আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে বিশ্বাস করার নামই তাওহিদ। তাওহিদের মূলকথা হলো, আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। তিনি এক, অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি সকল ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মালিক। তাঁর সমান কেউ নেই। তাঁর সত্তা ও গুণের সাথে তুলনা করা যায় এমন কিছুই নেই। আমাদের ইবাদতের একমাত্র হকদার তিনি। আমরা শুধু তাঁরই ইবাদত করি এবং তাঁরই নিকট সাহায্য চাই।

কালিমা তায়্যিবাহ ও শাহাদাহ এর মাধ্যমে আমরা তাওহিদ ও রিসালাতের ঘোষণা দিয়ে থাকি।

কালিমা তায়্যিবাহ (اَلْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ)

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ.

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসুল।

কালিমা ও তায়্যিবাহ শব্দ দু'টি আরবি। কালিমা অর্থ শব্দ। তায়্যিবাহ অর্থ পবিত্র। 'কালিমা তায়্যিবাহ' অর্থ পবিত্র বাক্য। পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম কথা হচ্ছে কালিমা তায়্যিবাহ। কালিমা তায়্যিবাহর মাধ্যমে আমরা আল্লাহর একত্ববাদ ও আমাদের প্রিয়নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রিসালাতের ঘোষণা দেই। এই কালিমা বিশ্বাস না করে কেউ মুসলমান হতে পারে না।

শাহাদাহ (اَلشَّهَادَةُ)

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ .

অর্থঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক। তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসুল।

শাহাদাহ আরবি শব্দ। আর শাহাদাহ অর্থ সাক্ষ্য। শাহাদাহ এর মাধ্যমে আমরা প্রথমত সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ আমাদের একমাত্র ইলাহ। তিনি আমাদের সকল ইবাদতের একমাত্র মালিক। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি একমাত্র হুকুমদাতা। তাঁর সকল হুকুম-আহকাম আমরা মেনে চলব। তাঁর আদেশের বিপরীতে অন্য কারো হুকুম মানব না।

দ্বিতীয়ত আমরা আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। তিনি আমাদেরকে আল্লাহর নির্দেশমতো সুন্দরভাবে চলার পথ দেখিয়েছেন। আমরা তাঁর আনুগত্য করব এবং সকল কাজে তাঁকে অনুসরণ করব।

পাঠ-৩

ইমান - (اَلْإِيْمَانُ)

ইমান শব্দের অর্থ বিশ্বাস। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো মনেপ্রাণে বিশ্বাস করার নাম ইমান।

আমাদের প্রিয় নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন সে সকল বিষয়সহ তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস করাকে ইমান বলে।

ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো অন্তরে বিশ্বাসের পাশাপাশি মুখে স্বীকার করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক।

আরকানুল ইমান

আরকান অর্থ খুঁটি বা মৌলিক বিষয়। আরকানুল ইমান তথা ইমানের মৌলিক বিষয় ৬টি:

১. আল্লাহর প্রতি ইমান
২. ফেরেশতাগণের প্রতি ইমান
৩. আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি ইমান
৪. রাসুলগণের প্রতি ইমান
৫. পরকালের প্রতি ইমান
৬. তাকদিরের ভালো-মন্দের প্রতি ইমান

রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

(اَلْإِيْمَانُ) أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.

'ইমান হলো; আল্লাহ, তার ফেরেশতাগণ, তার কিতাবসমূহ, তার রাসুলগণ, পরকাল এবং তাকদিরের ভাল-মন্দে বিশ্বাস করা।' (সহিহ মুসলিম-১)

পাঠ-৪

আল-আসমাউল হুসনা- (اَلْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى)

মহান আল্লাহর অনেক সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে। এগুলোকে আল-আসমাউল হুসনা (اَلْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى) বলা হয়। হাদিস শরিফে আল্লাহর গুণবাচক ৯৯টি নাম পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

আল্লাহর ২০টি সুন্দর নাম

ক্রমিক নং	গুণবাচক নাম	অর্থ
০১	اَلرَّحْمٰنُ	পরম করুণাময়
০২	اَلرَّحِيْمُ	অসীম দয়ালু
০৩	اَلْمَالِكُ	অধিপতি
০৪	اَلْقُدُّوْسُ	মহাপবিত্র
০৫	اَلسَّلَامُ	শান্তিদাতা
০৬	اَلْمُؤْمِنُ	নিরাপত্তা দানকারী
০৭	اَلرَّزَّاقُ	রিজিকদাতা
০৮	اَلْعَزِيْزُ	মহা পরাক্রমশালী
০৯	اَلْجَبَّارُ	অসীম ক্ষমতাশালী
১০	اَلْخَالِقُ	সৃষ্টিকর্তা

ক্রমিক নং	গুণবাচক নাম	অর্থ
১১	اَلْغَفَّارُ	অধিক ক্ষমাশীল
১২	اَلْعَلِيْمُ	মহাজ্ঞানী
১৩	اَلْسَمِيْعُ	সর্বশ্রোতা
১৪	اَلْبَصِيْرُ	সর্বদ্রষ্টা
১৫	اَلْحَيُّ	চিরঞ্জীব
১৬	اَلْقَيُّوْمُ	চিরস্থায়ী
১৭	اَلْوَدُوْدُ	প্রেমময়
১৮	اَلْكَبِيْرُ	মহান
১৯	اَلْحَكِيْمُ	প্রজ্ঞাময়
২০	اَلرَّءُوْفُ	অত্যন্ত স্নেহশীল

আমরা আল্লাহকে তাঁর মূল নামসহ এ সকল সুন্দর সুন্দর নামে ডাকব।

অনুশীলনী

১. আকাইদ অর্থ কী? আকাইদ কাকে বলে?

২. তাওহিদ অর্থ কী? তাওহিদ কাকে বলে?

৩. কালিমা তায়্যিবাহ অর্থসহ লেখ।

৪. শাহাদাহ অর্থসহ লেখ।

৫. শাহাদাহ এর মাধ্যমে আমরা কী সাক্ষ্য দেই?

৬. ইমান কাকে বলে?

৭. ইমানের মৌলিক বিষয়সমূহ কী কী?

৮. আল-আসমাউল হুসনা কাকে বলে?

৯. তোমার পাঠ্যবই থেকে আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নামসমূহের মধ্য হতে যে কোনো পাঁচটি লেখ।

১০. শূন্যস্থান পূরণ কর

ক) আকিদা শব্দের শাব্দিক অর্থ ---------- ।

খ) তাওহিদ অর্থ ---------- ।

গ) ইমান শব্দের অর্থ ---------- ।

ঘ) আরকান শব্দের অর্থ ----------।

ঙ) আল্লাহর গুণবাচক নাম ---------- টি।

১১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও

ক) মুহাম্মদ (ﷺ) হলেন- সর্বপ্রথম নবি/সর্বশেষ নবি/একমাত্র নবি।

খ) আরকানুল ইমানে রয়েছে- ৫টি/৬টি/৭টি বিষয়।

গ) 'আর রাহমান' অর্থ- পরম করুণাময়/শান্তিদাতা/ মহাপরাক্রমশালী।

ঘ) 'আল ওয়াদুদ' অর্থ– প্রজ্ঞাময়/ অসীম দয়ালু/প্রেমময়।

ঙ) 'আল কাইয়ুম' অর্থ– চিরঞ্জীব/ চিরস্থায়ী/ অতি পবিত্র।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নবি-রাসুল, আসমানি কিতাব, ফেরেশতা, আখিরাত ও তাকদির

পাঠ-১

নবি ও রাসুল (اَلنَّبِيُّ وَالرَّسُوْلُ)

নবি ও রাসুলের পরিচয়

আল্লাহ তাআলা মানুষ ও জিন জাতিকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষ শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহকে ভুলে যায়। তখন মানুষকে আল্লাহর পরিচয় জানিয়ে দেওয়ার এবং তাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখানোর জন্য যে সকল মহামানবকে আল্লাহ তাআলা মনোনীত করে পাঠিয়েছেন তাঁরা হলেন নবি ও রাসুল। যাদের নিকট নতুন শরিয়ত এসেছে তাঁরা হলেন রাসুল। আর যারা পূর্ববর্তী রাসুলের শরিয়ত অনুসরণ করে প্রচার করেছেন তাঁরা নবি।

যুগে যুগে অনেক নবি-রাসুল দুনিয়ায় এসেছেন। কুরআন মাজিদে তাঁদের ২৫ জনের নাম উল্লেখ রয়েছে। সর্বপ্রথম নবি আদম আলাইহিস সালাম এবং সর্বশেষ নবি ও রাসুল হলেন আমাদের নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

দশজন প্রসিদ্ধ নবি-রাসুলের নাম

আদম আলাইহিস সালাম	ইদরিস আলাইহিস সালাম
নূহ আলাইহিস সালাম	ইবরাহিম আলাইহিস সালাম
ইসমাইল আলাইহিস সালাম	ইসহাক আলাইহিস সালাম
দাউদ আলাইহিস সালাম	মুসা আলাইহিস সালাম
ঈসা আলাইহিস সালাম	মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

পাঠ-২

আসমানি কিতাব (اَلْكُتُبُ السَّمَاوِيَّةُ)

মানবজাতিকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রাসুলগণের নিকট যেসব কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলোকে আসমানি কিতাব বলে।

ছোট আকারের আসমানি কিতাবকে সহিফা বলা হয়। প্রধান আসমানি কিতাব ৪টি।

প্রধান চারটি কিতাব

১। তাওরাত

২। জাবুর

৩। ইনজিল

৪। করআন মাজিদ

তাওরাত : মুসা আলাইহিস সালাম এর ওপর অবতীর্ণ হয় ;

জাবুর : দাউদ আলাইহিস সালাম এর ওপর অবতীর্ণ হয় ;

ইনজিল : ঈসা আলাইহিস সালাম এর ওপর অবতীর্ণ হয় ;

কুরআন মাজিদ : মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর অবতীর্ণ হয়।

সকল আসমানি কিতাবের উপর ইমান আনা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। আসমানি কিতাবের উপর ইমান আনার অর্থ হলো, ঐ সকল কিতাবে যে সব বিধি-বিধান রয়েছে সেগুলোর সত্যতা মনে-প্রাণে মেনে নেওয়া এবং একথা বিশ্বাস করা যে, এসব আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছে।

পাঠ-৩

ফেরেশতা (اَلْمَلٰٓئِكَةُ)

ফেরেশতা শব্দটি ফার্সি। আরবিতে 'মালাক' (مَلَك), যার বহুবচন 'মালাইকাহ (مَلٰٓئِكَة)। মালাইকাহ বা ফেরেশতাগণ আল্লাহর সৃষ্ট এক বিশেষ জাতি। তাঁরা নুরের তৈরি। তাঁরা আল্লাহর নির্দেশে যখন যেমন ইচ্ছা সেরূপ আকৃতি ধারণ করতে পারেন। তাঁদের আহার-নিদ্রারও কোনো প্রয়োজন হয় না। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত রেখেছেন। তাঁরা সবসময় আল্লাহর আদেশ মেনে চলেন। কখনো তাঁর অবাধ্য হন না। তাঁদের প্রকৃত সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন না। ফেরেশতাদের মধ্যে চারজন প্রধান ও শ্রেষ্ঠ।

কুরআন মাজিদ

চারজন প্রধান ফেরেশতার নাম ও দায়িত্ব

১। **জিবরীল** (عليه السلام): নবি-রাসুলগণের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছান ;

২। **মিকাইল** (عليه السلام): সকল জীবের রিজিক বণ্টন ও মেঘ-বৃষ্টি পরিচালনা করেন ;

৩। **মালাকুল মাউত** (عليه السلام): আল্লাহর হুকুমে সকল প্রাণীর রূহ কব্জ করেন ;

৪। **ইসরাফিল** (عليه السلام): শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার হুকুমের অপেক্ষায় আছেন। তাঁর ফুৎকারে কিয়ামত হবে।

পাঠ-৪

আখিরাত (اَلْآخِرَةُ)

দুনিয়ার জীবনই মানুষের একমাত্র জীবন নয়। মৃত্যুর পর তাদের জন্য রয়েছে এক অনন্ত জীবন। মৃত্যুর পরের এ জীবনকে আখিরাত বলে। আখিরাত বলতে কবরের জীবন, শিঙ্গায় ফুৎকার, মহাপ্রলয়, মৃত্যুর পর আবার জীবিত হওয়া, হাশর, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত ও জাহান্নাম ইত্যাদি সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত।

হাশরের ময়দানে মানুষের ভালোমন্দের হিসাব নেওয়া হবে। এরপর যারা দুনিয়াতে ভালো কাজ করেছে তারা বেহেশতে যাবে। আর যারা খারাপ কাজ করেছে তারা দোজখে যাবে।

আখেরাতের ওপর বিশ্বাস ইমানের অন্যতম মৌলিক বিষয়। যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তারা মুমিন নয়।

পাঠ-৫

তাকদির (اَلتَّقْدِيْرُ)

তাকদির (اَلتَّقْدِيْر) আরবি শব্দ। এর অর্থ নির্ধারণ করা। মহান আল্লাহ প্রত্যেক সৃষ্টির ভাগ্যে যা কিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন তাকে তাকদির বলা হয়।

তাকদিরের ওপর বিশ্বাস রাখা ইমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে যে, সৃষ্টির সকল বিষয় আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী হয়। প্রত্যেকের জন্ম-মৃত্যু, রিজিকসহ সকল বিষয় আল্লাহই নির্ধারণ করেন।

তাকদিরের ওপর বিশ্বাস রাখা ফরজ। তাকদিরে কী আছে তা আমরা জানি না। তাই তাকদিরের প্রতি যেমন বিশ্বাস রাখতে হবে তেমনি সাধ্যমত কাজও করতে হবে।

অনুশীলনী

১. নবি ও রাসুল কাকে বলে? নবি ও রাসুলের মধ্যে পার্থক্য কী?

২. দশজন প্রসিদ্ধ নবি-রাসুলের নাম লেখ।

৩. সর্বপ্রথম নবি ও সর্বশেষ নবির নাম লেখ।

৪. আসমানি কিতাব কাকে বলে? আসমানি কিতাবের ওপর ইমান আনার অর্থ কী?

৫. প্রধান চারটি আসমানি কিতাবের নাম লেখ। এ চারটি কিতাব কোন কোন নবির উপর নাজিল হয়?

৬. প্রধান ফেরেশতা কয়জন? তাঁদের কার কী দায়িত্ব?

৭. আখেরাত বলতে কী বুঝ?

৮. তাকদির কাকে বলে? তাকদিরের উপর বিশ্বাস রাখা কী?

৯. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও

ক) সর্বপ্রথম নবি- মুসা (আ.) / দাউদ (আ.)/ আদম (আ.) ।

খ) মেঘ-বৃষ্টি পরিচালনা করেন-জিবরীল/মিকাইল/ইসরাফিল

গ) যারা আখেরাত বিশ্বাস করে না তারা- মুমিন/মুনাফিক/কাফির।

ঘ) তাকদির- বাংলা/ ফার্সি/আরবি শব্দ।

ঙ) তাকদির অর্থ– একত্ববাদ/ বিশ্বাস স্থাপন করা/ নির্ধারণ করা।

১০. শূন্যস্থান পূরণ কর

ক) সর্বশেষ নবি ও রাসুল----------।

খ) ফেরেশতা শব্দের আরবি ----------।

গ) ----------সকল প্রাণীর রূহ কবজ করেন।

ঘ) প্রধান আসমানি কিতাব ---------- টি।

ঙ) তাকদির অর্থ ----------।

ফিকহ

তৃতীয় অধ্যায়

তাহারাত

পাঠ-১

তাহারাত ও অজু

তাহারাত (اَلطَّهَارَةُ)

তাহারাত (اَلطَّهَارَة) শব্দের অর্থ পবিত্রতা অর্জন করা। শরিয়তের পরিভাষায়- সব রকমের অপবিত্রতা হতে শরিয়তের নিয়ম অনুযায়ী পবিত্রতা অর্জন করাকে তাহারাত বলে।

পবিত্রতা ইমানের অঙ্গ। যারা পবিত্রতা অর্জন করেন আল্লাহ তাআলা তাদের ভালোবাসেন। পবিত্রতা অর্জন ছাড়া সালাত হয় না। পবিত্রতা মানুষকে শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখে এবং কবরের আজাব থেকে রক্ষা করে। পবিত্র থাকলে শরীর সুস্থ ও সতেজ এবং মন প্রফুল্ল থাকে।

পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম তিনটি। যথা: অজু, গোসল ও তায়াম্মুম।

অজু (اَلْوُضُوْءُ)

অজুর পরিচয়

অজু (اَلْوُضُوْء) শব্দের অর্থ- পবিত্রতা অর্জন করা, সুন্দর ও উজ্জ্বল হওয়া। পরিভাষায়- পবিত্র পানি দিয়ে শরিয়তের নিয়ম অনুযায়ী তিনটি অঙ্গ তথা মুখমণ্ডল, হাত ও পা ধোয়া

এবং মাথা মাসেহ করাকে অজু বলে। অজু ইসলামের অন্যতম বিধান। সালাতের জন্য অজু আবশ্যক। কুরআন মাজিদ স্পর্শ করা এবং কাবা ঘরের তাওয়াফের জন্যও অবশ্যই অজু করতে হবে। অজু করলে শরীরের নির্দিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ময়লা দূর হয় এবং গোনাহ মাফ হয়। রাসুল (ﷺ) বলেছেন: **সালাত জান্নাতের চাবি। অজু সালাতের চাবি।** (তিরমিযি)

অজুর ফরজ

অজুর ফরজ চারটি

১. **সমস্ত মুখমণ্ডল ধৌত করা:** কপালের উপরিভাগে চুলের গোড়া থেকে থুতনির নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অন্য কানের লতি পর্যন্ত সমস্ত মুখমণ্ডল ধৌত করা ;

২. **উভয় হাত কনুইসহ ধৌত করা** ;

৩. **মাথার চারভাগের একভাগ মাসেহ করা** ;

৪. **উভয় পা টাখনুসহ ধৌত করা** ।

অজুতে যেসব অঙ্গ ধৌত করতে হয় সেগুলোর কোনো একটির চুল পরিমাণ জায়গাও শুকনো থাকলে অজু হবে না।

অজু করার নিয়ম

পবিত্র পানি দিয়ে অজু করতে হয়

- ❖ প্রথমে বিসমিল্লাহ পড়তে হবে ;
- ❖ অতঃপর কব্জি পর্যন্ত দুই হাত তিনবার ধৌত করতে হবে ;
- ❖ তারপর তিনবার কুলি করতে হবে ;
- ❖ এরপর তিনবার নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করতে হবে ;

- ❖ এরপর পুরো মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করতে হবে;
- ❖ তারপর উভয় হাত কনুইসহ তিনবার ধৌত করতে হবে;
- ❖ তারপর ভিজা হাতে মাথা, ঘাড় ও কান একবার মাসেহ করতে হবে;
- ❖ তারপর উভয় পা টাখনুসহ তিনবার ধৌত করতে হবে।

পাঠ-২

গোসল (اَلْغُسْلُ)

গোসল (اَلْغُسْل) শব্দের অর্থ ধৌত করা, পরিষ্কার করা। অপবিত্রতা দূর করার জন্য শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শরিয়তের নিয়ম অনুযায়ী ধৌত করাকে গোসল বলে। গোসলের মাধ্যমে শরীরের ময়লা ও নাপাকি দূর হয় এবং শরীর পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হয়। নিয়মিত গোসল করা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। জুমুয়ার দিন ও দুই ঈদের দিন গোসল করা সুন্নাত। গোসলের সময় পানি অপচয় করা উচিত নয়।

ফরজ গোসলের নিয়ম

প্রথমে মনে মনে নিয়ত করবে যে, আমি পবিত্র হওয়ার উদ্দেশ্যে গোসল করছি। তারপর বিসমিল্লাহ বলে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করবে ও আঙ্গুলসমূহ খিলাল করবে। মিসওয়াক করবে। গড়গড়াসহ কুলি করবে এবং নাকে পানি দিয়ে ভালোভাবে নাকের ভিতর পরিষ্কার করবে। সালাতের অজুর মতো অজু করবে। প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করবে। মাথা মাসেহ করবে। উঁচু স্থানে থাকলে বা পায়ের নীচে পানি জমে না থাকলে অজুর সাথে পা ধুয়ে নেবে। তারপর সারা শরীরে তিনবার পানি পৌঁছাবে। স্থান নিচু ও অপবিত্র হলে অথবা পায়ের নিচে পানি জমে থাকলে গোসলের পর পা ধৌত করবে।

পাঠ-৩

তায়াম্মুম (اَلتَّيَمُّمُ)

তায়াম্মুম (اَلتَّيَمُّم) শব্দের অর্থ হলো ইচ্ছা করা বা সংকল্প করা। শরিয়তের পরিভাষায়- পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে পবিত্র মাটি বা মাটি জাতীয় বস্তুর মাধ্যমে মুখমণ্ডল এবং উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করাকে তায়াম্মুম বলে।

তায়াম্মুম পবিত্রতা অর্জনে অজু ও গোসলের বিকল্প পদ্ধতি। পানি পাওয়া না গেলে অথবা পানি ব্যবহার করতে না পারলে অজু ও গোসলের পরিবর্তে পাক মাটি অথবা মাটি জাতীয় পবিত্র বস্তু দিয়ে তায়াম্মুম করতে হয়।

তায়াম্মুমের ফরজ

তায়াম্মুমের ফরজ তিনটি। যথা–

১. নিয়ত করা ;

২. সমস্ত মুখমণ্ডল মাসেহ করা ;

৩. উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করা।

তায়াম্মুমের নিয়ম

প্রথমে মনে মনে তায়াম্মুমের নিয়ত করবে। তারপর বিসমিল্লাহ বলে পবিত্র মাটি বা মাটি জাতীয় বস্তুর ওপর উভয় হাত মেরে তা দিয়ে সমস্ত মুখমণ্ডল মাসেহ করবে। এরপর আবার আগের মতো মাটিতে হাত মেরে তা দিয়ে উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করবে।

অনুশীলনী

১. তাহারাত কাকে বলে? পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম কয়টি ও কী কী?

২. ইসলামে পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব কতটুকু?

৩. অজু কাকে বলে?

৪. অজুর ফরজসমূহ বর্ণনা কর।

৫. গোসল কাকে বলে?

৬. গোসলের নিয়ম লেখ।

৭. তায়াম্মুম কাকে বলে?

৮. তায়াম্মুমের ফরজ কয়টি ও কী কী?

৯. শূন্যস্থান পূরণ কর

ক) তাহারাত শব্দের অর্থ ----------।

খ) পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম ----------।

গ) অজু শব্দের অর্থ ----------।

ঘ) গোসল শব্দের অর্থ ----------।

ঙ) তায়াম্মুম শব্দের অর্থ ----------।

১০. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও

ক) অজুর ফরজ– ৩টি/৪টি/৫টি।

খ) জুমার দিন গোসল করা– ফরজ/সুন্নাত/ওয়াজিব।

গ) তায়াম্মুমের ফরজ– ২টি/৩টি/৪টি।

ঘ) তাহারাত মানে– পবিত্রতা/ সুস্থতা/ কলুষতা।

ঙ) পবিত্রতা– ইমানের অংশ/ ইমানের মূল/ ইমানের স্তম্ভ।

চতুর্থ অধ্যায়

সালাত

পাঠ-১

সালাত আদায়ের উপকারিতা ও সালাত আদায় না করার পরিণাম

ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির অন্যতম হলো সালাত। ইমানের পরই সালাতের স্থান। রাসুল (ﷺ) সালাতকে 'দ্বীনের খুঁটি' বলেছেন। একজন মুসলমানের জন্য দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ফরজ।

সালাত আদায়ের উপকারিতা

সালাতের মধ্যে অনেক উপকারিতা রয়েছে। সালাত আদায় করা আল্লাহর নির্দেশ। তাই সালাত আদায় করলে আল্লাহ খুশি হন। এতে বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে এবং পরকালীন মুক্তির পথ সুগম হয়। সালাত অশ্লীলতা ও পাপকাজ থেকে বিরত রাখে। অলসতা ও বিষন্নতা দূর করে। ফলে এর মাধ্যমে শরীর ও মন ভালো থাকে। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করলে আল্লাহ পাঁচটি পুরস্কার দিবেন । যথা: ১. রিজিকের কষ্ট থাকবে না ; ২. কবরে আযাব হবে না ; ৩. হাশরের ময়দানে ডান হাতে আমলনামা পাবে ; ৪. পুলসিরাত তাড়াতাড়ি পার হতে পারবে ; ৫. বিনা হিসেবে জান্নাত লাভ করবে।

সালাত আদায় না করার পরিণাম

শরিয়তসম্মত ওযর ছাড়া সালাত ত্যাগ করা জায়েজ নেই। ইচ্ছা করে সালাত আদায় না করা কবিরা গুনাহ। বিনা ওযরে সালাত ছাড়লে দোজখের শাস্তি ভোগ করতে হবে। রাসুল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন: **যে ইচ্ছাকৃত ফরজ সালাত ছেড়ে দিল সে কুফরি কাজ করল ।**

পাঠ-২
সালাত সংক্রান্ত আয়াত ও হাদিস

সালাত সংক্রান্ত আয়াত

মহান আল্লাহ বলেন-

﴿وَأَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَآتُوْا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ﴾

অর্থ: তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত দাও এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু করো। (সুরা আল বাকারা-৪৩)

﴿وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ ۖ إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾

অর্থ: এবং তুমি সালাত কায়েম করো, নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। (সুরা আনকাবুত-৪৫)

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ﴾

অর্থ: হে যারা ইমান এনেছ! সবর ও সালাতের দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আলাহ সবরকারীদের সাথে আছেন। (সুরা বাকারা, ১৫৩)

﴿اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا﴾

অর্থ: নিশ্চয়ই সালাত নির্ধারিত সময়ে পড়ার জন্য মুমিনদের ওপর ফরজ করা হয়েছে। (সুরা নিসা, ১০৩)

সালাত সংক্রান্ত হাদিস

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ.

অর্থ: জান্নাতের চাবি সালাত; আর সালাতের চাবি অজু। (তিরমিযি-৪)

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوْبَةُ.

অর্থ: কিয়ামতের দিন মুসলিম বান্দার সর্বপ্রথম ফরয সালাতের হিসাব নেওয়া হবে। (ইবনে মাজাহ-১৪২৫)

পাঠ-৩

সালাতের সময় (أَوْقَاتُ الصَّلٰوةِ)

ফজর : সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত ফজরের সালাতের সময় থাকে।

জোহর : যখন সূর্য মাথার উপর থেকে পশ্চিম দিকে একটু ঢলে পড়ে তখন জোহরের ওয়াক্ত শুরু হয়। মূল ছায়া বাদে কোনো বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত জোহরের সালাতের ওয়াক্ত থাকে। জুমুয়ার সালাতের ওয়াক্ত জোহরের সালাতের ওয়াক্তের অনুরূপ।

আসর : জোহরের সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে আসরের সময় শুরু হয়। সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত আসরের ওয়াক্ত থাকে।

মাগরিব : সূর্যাস্তের পর থেকে মাগরিবের সময় শুরু হয় এবং পশ্চিম আকাশে লাল আভা বিলীন হওয়ার পর সাদা আভা থাকা পর্যন্ত মাগরিবের সালাতের সময় থাকে।

এশা : মাগরিবের সালাতের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর এশার ওয়াক্ত শুরু হয়। সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত এশার ওয়াক্ত থাকে। তবে মধ্যরাতের পূর্বে এশার সালাত আদায় করা উত্তম।

শিক্ষক নির্দেশিকা
শিক্ষক অনুশীলনের মাধ্যমে সালাতের নিয়ম ও সময় ভালোভাবে বুঝিয়ে দিবেন। ওয়াক্ত, ধরন ও রাকাতভেদে যে তারতম্য হয় তা শিখিয়ে দিবেন।

পাঠ-৪

সালাতের ফরজসমূহ (فَرَآئِضُ الصَّلٰوةِ)

সালাতের ফরজ মোট ১৩টি। এ ফরজসমূহের মধ্যে ৭টি সালাতের পূর্বে আদায় করতে হয়। এগুলোকে সালাতের শর্ত বলে। আর ৬টি সালাতের ভিতরে আদায় করতে হয়। এগুলোকে সালাতের রুকন বলে।

সালাতের শর্ত ৭টি

১. শরীর পবিত্র হওয়া;
২. সালাতের জায়গা পবিত্র হওয়া;
৩. কাপড় পবিত্র হওয়া;
৪. সতর ঢাকা;
৫. কিবলামুখী হওয়া;
৬. ওয়াক্ত হওয়া;
৭. নিয়ত করা।

সালাতের রুকন ৬টি

১. তাকবিরে তাহরিম বলা;
২. কিয়াম তথা দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা;
৩. কিরাত তথা কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত করা;
৪. রুকু করা;
৫. সিজদা করা;
৬. শেষ বৈঠক করা।

পাঠ- ৫

তাশাহ্হুদ, দরুদ, দোআ মাছুরা ও তাসবিহ

সালাতের ভিতরে প্রথম বৈঠকে শুধু তাশাহ্হুদ এবং শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ, দরুদ ও দোআ মাছুরা পড়তে হয়।

তাশাহ্হুদ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وبَرَكَاتُهٗ. اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ.
أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ ورَسُوْلُهٗ.

দরুদ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى إِبْرَاهِيْمَ
وَعَلٰٓى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ . اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ
مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ،إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

দোআ মাছুরা

১- اَللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

২- اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّال.

যে কোনো একটি দোয়া মাছুরা পড়া যাবে, দুটিও পড়া যাবে। রাসুল (ﷺ) দ্বিতীয়টিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

সালাত পরবর্তী তাসবিহ

প্রতি ফরজ সালাতের পর যে তাসবিহ পড়তে হয়

- أَسْتَغْفِرُ اللهَ (আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই) ৩ বার
- اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ (হে আল্লাহ! আপনি শান্তিদাতা, শান্তি আপনার থেকেই আসে। হে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী! আপনি বরকতময়। ১ বার)
- سُبْحَانَ اللهِ (আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি) ৩৩ বার
- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য) ৩৩ বার
- اَللّٰهُ أَكْبَرُ (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ) ৩৪ বার অথবা, ৩৩ বার। একবার- لَا اِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তার কোনো শরিক নেই। রাজত্ব তারই, সকল প্রশংসা তার। তিনিই সকল কিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।
- আয়াতুল কুরসি, সুরা ইখলাস, সুরা ফালাক ও সুরা নাস ১ বার করে

অনুশীলনী

১. সালাত আদায়ের উপকারিতা বর্ণনা কর।

২. সালাত আদায় না করার পরিণতি উল্লেখ কর।

৩. সালাতের ওয়াক্তসমূহ আলোচনা কর।

৪. সালাতের শর্ত ও রুকন কয়টি ও কী কী?

৫. তাশাহ্হুদ বল।

৬. দরুদ বল।

৭. যে কোনো একটি দোআ মাছুরা বল।

৮. সালাত শেষে পড়ার একটি তাসবিহ অর্থসহ লেখ।

৯. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও

ক) সালাত ইসলামের– দ্বিতীয় স্তম্ভ/ তৃতীয় স্তম্ভ/ পঞ্চম স্তম্ভ।

খ) সুবহে সাদিক থেকে সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত–
এশার সময়/ ফজরের সময়/ তাহাজ্জুদের সময়।

গ) সালাতের ফরজ মোট– ১৩টি/ ১৪টি/ ১৫টি।

ঘ) সালাতের শর্ত মোট-৬টি/৭টি/৮টি।

ঙ) সালাতের রুকন মোট-৫টি/৬টি/৭টি।

১০. শূন্যস্থান পূরণ কর

ক) সালাত ----------ও ---------- দূর করে।

খ) পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করলে আল্লাহ ---------- পুরস্কার দিবেন।

গ) মূল ছায়া বাদে কোনো বস্তুর ---------- পর্যন্ত জোহরের সময় থাকে।

ঘ) সালাতের ফরজ ----------।

ঙ) কিয়াম তথা ----------।

পঞ্চম অধ্যায়

আখলাক

পাঠ-১

আখলাকে হাসানাহ (اَلْأَخْلَاقُ الْحَسَنَةُ)

আখলাকে হাসানাহ এর পরিচয় ও গুরুত্ব

আখলাক (أَخْلَاق) শব্দটি আরবি। এটি বহুবচন। একবচনে খুলুক্ (خُلُق)। এর অর্থ- চরিত্র। আর হাসানাহ (حَسَنَة) শব্দের অর্থ- সুন্দর। অতএব আখলাকে হাসানাহ অর্থ হলো- সুন্দর চরিত্র বা উত্তম চরিত্র। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রশংসনীয় ও উন্নত চারিত্রিক গুণাবলিকে আখলাকে হাসানাহ বলা হয়। সততা, সত্যবাদিতা, একনিষ্ঠতা, আমানতদারিতা, দয়া, ন্যায়পরায়ণতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি আখলাকে হাসানার অন্তর্ভুক্ত।

মানব জীবনে আখলাকে হাসানার গুরুত্ব অপরিসীম। যার আখলাক যত সুন্দর মানুষের কাছে সে তত প্রিয়। মুহাম্মদ (ﷺ) ছিলেন সর্বোত্তম আদর্শের অধিকারী।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, **"নিশ্চয় আপনি সুমহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত আছেন।" (আল ক্বালাম: ০৪)**

রাসুল (ﷺ)-এর জীবন আমাদের জন্য আখলাকে হাসানার সর্বোত্তম নমুনা। আমরা তাঁর আদর্শ অনুসরণে আমাদের জীবন গঠন করব।

পাঠ-২

সততা ও নিষ্ঠা (اَلصِّدْقُ وَالْإِخْلَاصُ)

সততা

সততা মানব চরিত্রের সবচেয়ে উত্তম গুণ। সততা মানে সব সময় সত্যের উপর বহাল থাকা, সত্য কথা বলা, সুপথে চলা। সততার আরবি 'আস সিদক' (اَلصِّدْق)। আমাদের রাসুল মুহাম্মদ (ﷺ) সব সময় সত্য কথা বলতেন। এজন্য তাঁকে সবাই 'আল-আমিন', 'আস সাদিক' বলে ডাকত। রসুল (ﷺ) বলেছেন, **"তোমরা সবসময় সত্য কথা বলবে। কেননা সত্য পুণ্যের পথে নিয়ে যায়। আর পুণ্য জান্নাতে নিয়ে যায়।"**

আমরা সর্বদা সত্য কথা বলব। কখনো মিথ্যা কথা বলব না। মিথ্যাবাদীকে সকলেই ঘৃণা করে। কেউ তাকে ভালোবাসে না।

সদা সত্য কথা বলব
কখনো মিথ্যা কথা বলব না।

নিষ্ঠা

নিষ্ঠা একটি উত্তম গুণ। নিষ্ঠা শব্দের আরবি আল ইখলাস (اَلْإِخْلَاص)। যে কোনো আমল আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হতে হলে সে কাজে ইখলাস বা নিষ্ঠা অবশ্যই থাকতে হবে। নিষ্ঠার সাথে কাজ করলে আল্লাহ তা কবুল করেন। পার্থিব কাজে সফলতা লাভেও নিষ্ঠার গুরুত্ব অপরিসীম।

পাঠ-৩

বড়দের প্রতি সম্মান (تَوْقِيْرُ الْكِبَارِ)

বড়োদের প্রতি সম্মান দেখানো একটি উত্তম গুণ। রাসুল (ﷺ) বলেছেন, "যে আমাদের ছোটোদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" সুতরাং আমরা বড়দের সম্মান করব।

মাতা-পিতা আমাদের সবচেয়ে আপনজন। আমাদের সুখের জন্য তাঁরা কতইনা কষ্ট করেন। আমরা মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করব। তাদের সাথে সুন্দর সুন্দর কথা বলব। তাঁদের সালাম দিব এবং শ্রদ্ধা করব।

তাঁদের সকল আদেশ-উপদেশ মেনে চলব। তাঁদের কাজে সবসময় সহযোগিতা করব। কখনো তাঁদের মনে কষ্ট দিব না। অসুস্থ হলে মন-প্রাণ দিয়ে সেবা করব।

মাতা-পিতার মতো শিক্ষকগণও আমাদেরকে ভালো মানুষ করার জন্য অনেক কষ্ট করেন। আমাদের অনেক ভালোবাসেন, স্নেহ করেন। আমরা শিক্ষকের আদেশ-উপদেশ মেনে চলব। তাঁদের সালাম দিব এবং শ্রদ্ধা করব। তাঁদের সাথে আদবের সাথে কথা বলব। কখনো বেয়াদবি করব না।

যারা আমাদের বয়সে বড় তাঁদের সাথে ভালো ব্যবহার করব। সকলকে শ্রদ্ধা করব। দেখা হলে প্রথমে সালাম দিব। আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী সকলের সাথে সবসময় সদ্ব্যবহার করব।

পাঠ-৪

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (اَلنَّظَافَةُ)

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্থ পায়খানা-পেশাব ও অন্যান্য নাপাকি থেকে শরীর এবং কাপড় পবিত্র রাখা। ইসলাম পরিচ্ছন্নতার ধর্ম। প্রিয় নবি (ﷺ) বলেছেন, "পবিত্রতা ইমানের অঙ্গ"। অন্য হাদিসে আছে, "নিশ্চয় আল্লাহ পরিচ্ছন্ন। পরিচ্ছন্নতাকে তিনি পছন্দ করেন"। প্রিয় নবি (ﷺ) আরো বলেছেন, "পরিচ্ছন্নতা ইমানের প্রতি আহ্বান করে"। একজন মুসলমান হিসেবে আমাদের সবসময় পরিচ্ছন্ন থাকা, নিয়মিত শরীর ও জামা কাপড় পরিষ্কার রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে মন পবিত্র ও প্রশান্ত থাকে। শরীরও নানা রোগ থেকে মুক্ত থাকে।

পাঠ-৫

দেশপ্রেম (حُبُّ الْوَطَنِ)

দেশপ্রেম অর্থ দেশকে ভালোবাসা, স্বদেশ ও জন্মভূমিকে ভালোবাসা। নিজের দেশের উন্নতি ও কল্যাণ কামনা করা। দেশের ভালোর জন্য চেষ্টা করা এবং শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা। এর নাম দেশপ্রেম। আমাদের প্রিয় রাসুল মুহাম্মদ (ﷺ) তাঁর দেশ পবিত্র মক্কা নগরীকে মনে-প্রাণে ভালোবাসতেন।

আমরাও রাসুল (ﷺ)-এর মতো আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশকে মনে-প্রাণে ভালোবাসব। দেশের কল্যাণের জন্য কাজ করব। দেশের মানুষকে ভালোবাসব। দেশের সম্পদ রক্ষা করব। দেশের ক্ষতি হয় বা দেশের সুনাম বিনষ্ট হয় এমন কাজ কখনো করব না।

অনুশীলনী

১. আখলাকে হাসানাহ কাকে বলে?

২. রাসুল (ﷺ)-এর সুমহান চরিত্র সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কী বলেছেন?

৩. সততার গুরুত্ব আলোচনা কর।

৪. বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সম্পর্কে রাসুল (ﷺ) কী বলেছেন?

৫. আমরা কিভাবে মাতা-পিতার প্রতি সম্মান দেখাব?

৬. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বলতে কী বোঝায়?

৭. দেশপ্রেম কাকে বলে?

৮. দেশের মাটি ও মানুষের প্রতি কিভাবে তোমার ভালোবাসা প্রকাশ করবে?

৯. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও

ক) আখলাক শব্দটি- একবচন/ দ্বিবচন/ বহুবচন।

খ) সততার আরবি- আসসিদকু/ আলহামদু/ আন নাজাফাতু।

গ) হাসানাহ শব্দের অর্থ- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা/ দেশপ্রেম/ সুন্দর।

ঘ) নিষ্ঠা শব্দের আরবি- ইখলাস/ ইহসান/ইতায়াত।

ঙ) আখলাক শব্দের একবচন– خُلُق/خَلَاق/خُلُوْق

১০. শূন্যস্থান পূরণ কর

ক) সত্য ---------- পথে নিয়ে যায়, ---------- জান্নাতে নিয়ে যায়।

খ) কখনো ---------- বলব না।

গ) মাতা-পিতা আমাদের সবচেয়ে ----------।

ঘ) নিশ্চয় আল্লাহ ----------, তিনি ---------- ভালোবাসেন।

ঙ) পবিত্রতা ইমানের ----------।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দোআ

পাঠ-১

মাসনুন দোআর পরিচয়

দোআ সকল ইবাদতের মূল। রাসুল (ﷺ) বলেছেন, "দোআ-ই ইবাদত।"আল্লাহ তাআলা চান বান্দা তাঁর নিকট চাইবে। আল্লাহর নিকট চাইলে আল্লাহ খুশী হন। আমরা দোআ করলে তিনি তা কবুল করেন। কুরআন মাজিদে অনেক সুন্দর সুন্দর দোআ রয়েছে। আমাদের রাসুল (ﷺ)ও অনেক দোআ শিখিয়ে গেছেন। হাদিসে নববিতে আমরা এগুলো পেয়ে থাকি। পবিত্র হাদিসে বর্ণিত রাসুল (ﷺ) -এর শেখানো দোআসমূহকে মাসনুন দোআ বলা হয়। আমরা কখন কোন দোআ পড়ব রাসুল (ﷺ) তা বলে দিয়েছেন। আমরা রাসুল (ﷺ)-এর শেখানো দোআগুলো জানব এবং নিয়মিত পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলব।

পাঠ-২

কয়েকটি মাসনুন দোআ

মসজিদে প্রবেশের সময় যে দোআ পড়তে হয়

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ، اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

অর্থ: আল্লাহর নামে (প্রবেশ করছি)। আর সালাত ও সালাম রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি। হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দাও।

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় যে দোআ পড়তে হয়

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْٓ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

অর্থ: আল্লাহর নামে (বের হচ্ছি)। আর সালাত ও সালাম রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি। হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।

অজুর পর যে দোআ পড়তে হয়

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ، وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক। তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং আমাকে পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর।

প্রস্রাব-পায়খানায় প্রবেশের পূর্বে যে দোআ পড়তে হয়

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْٓ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَآئِثِ.

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট নোংরা পুরুষ জিন ও নোংরা নারী জিনদের থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

প্রস্রাব-পায়খানা থেকে বের হয়ে যে দোআ পড়তে হয়

غُفْرَانَكَ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذٰى وَعَافَانِيْ.

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি। সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক জিনিসগুলো দূর করে দিয়েছেন এবং আমাকে নিরাপদ করেছেন।

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় যে দোআ পড়তে হয়

بِسْمِ اللّٰهِ ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ.

অর্থ: আল্লাহর নামে বের হলাম, ভরসা করলাম আল্লাহর উপর। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো শক্তি ও সামর্থ্য নেই।

ঘরে প্রবেশের সময় যে দোআ পড়তে হয়

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْٓ أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا.

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ঘরে প্রবেশের কল্যাণ ও ঘর থেকে বের হওয়ার কল্যাণ চাই। আল্লাহর নামে প্রবেশ করলাম, আল্লাহর নামে বের হলাম এবং আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপর ভরসা করলাম।

অনুশীলনী

১. মাসনুন দোআ কাকে বলে?

২. মসজিদে প্রবেশের সময় কোন দোআ পড়তে হয়?

৩. মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় কোন দোআ পড়তে হয়?

৪. অজুর পর পড়ার দোআ মুখস্থ বল।

৫. প্রস্রাব ও পায়খানায় প্রবেশের পূর্বে কোন দোআ পড়তে হয়?

৬. প্রস্রাবখানা ও পায়খানা থেকে বের হয়ে কোন দোআ পড়তে হয়?

৭. ঘরে প্রবেশ ও ঘর থেকে বের হওয়ার সময় কোন দোআ পড়তে হয়?

৮. শূন্যস্থান পূরণ কর

ক) দোআ ইবাদতের----------।

খ) রাসুল (ﷺ)-এর শেখানো দোআসমূহকে ---------- বলা হয়।

গ) আল্লাহর নিকট চাইলে আল্লাহ ---------- হন।

ঘ) কুরআন মাজিদে অনেক সুন্দর সুন্দর --------- রয়েছে।

ঙ) রাসুল (ﷺ) এর শেখানো ------- জানব এবং নিয়মিত -------গড়ে তুলব।

শিক্ষক নির্দেশিকা

আকাইদ ও ফিক্‌হ বিষয়টি শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বিষয়টি আকিদা ও আমল সম্পর্কিত। শৈশবে অন্তরে যে বিশ্বাস প্রোথিত হয় এবং আমলের যে অভ্যাস গড়ে ওঠে তা ভবিষ্যত জীবনে মানুষের চলা-ফেরা, আচার-আচরণ ও কাজ-কর্মে মূর্ত হয়ে ওঠে। তাই শিক্ষার্থীদের আকাইদ ও ফিক্‌হ পাঠদানে সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া বাঞ্ছনীয়। একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক হিসেবে আপনার জানা আছে কোন পদ্ধতিতে কচি-কাঁচাদের আকিদা ও আমলের বিষয়গুলো বুঝিয়ে দিবেন এবং তাদের বাস্তব জীবনে এগুলো কার্যকরি করার অভ্যাস গড়ে তোলার প্রয়াস চালাবেন। তবুও এখানে আমরা কিছু পরামর্শ উপস্থাপন করছি।

১। আকাইদ ও ফিক্‌হ বিষয়টির প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় 'আকাইদ', তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় 'ফিক্‌হ' এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় 'আখলাক ও দোআ' এ তিনটি অংশে বিভক্ত। তিনটি বিষয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আকাইদ অংশে সন্নিবেশিত ইমানের মৌলিক বিষয় সম্বলিত হাদিসটি শিক্ষার্থীদের মুখস্থ করাবেন। তাওহিদের বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি ও কুদরতের বিভিন্ন নিদর্শন শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করতে পারেন। এতে তারা বিষয়টি সহজে বুঝতে পারবে।

২। ফিকহ অংশের বিষয়গুলো মুখস্থ করানোর সাথে সাথে হাতে-কলমে দেখিয়ে দিবেন। যাতে অজু, গোসল, তায়াম্মুম ও সালাতের পদ্ধতি প্রত্যেক শিক্ষার্থী যথাযথভাবে শিখতে পারে এবং বাস্তব জীবনে আমল করতে পারে।

৩। চারিত্রিক গুণাবলি সৃষ্টির জন্য পঞ্চম অধ্যায়ে যেসব বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে সেগুলো বিভিন্ন উদাহরণ ও বাস্তব ঘটনার মাধ্যমে বুঝানোর চেষ্টা করবেন এবং নিজ জীবনে তা প্রয়োগ করার জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন।

৪। ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রয়োজনীয় দোআসমূহ সহিহ উচ্চারণে মুখস্থ করাবেন এবং দৈনন্দিন জীবনে সেগুলো কার্যকর হচ্ছে কিনা তার খোঁজ-খবরও নিবেন।

৫। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য নির্দেশ (যেমন টিক চিহ্ন দাও) লেখা থাকলেও পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষার্থীদের লিখতে নিষেধ করাই ভালো। সকল প্রশ্নের উত্তর তাদেরকে পৃথক খাতায় লিখতে বলবেন।

৬। যে বিষয়টি পড়ানো হবে পূর্বেই তা পড়ে নিলে ভালো হয়। এতে পাঠ উপস্থাপন সহজ হবে।

সমাপ্ত

২০২৬ শিক্ষাবর্ষ

ইবতেদায়ি তৃতীয় শ্রেণি : আকাইদ ও ফিক্‌হ

সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই।

– সূরা ফাতিহা : ১

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য